দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

30

ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করিলাম ॥ তবু কি সন্ত্রাস বন্ধ হইবে?

সংসদে শেখ হাসিনা

● ইত্তেফাক রিপোর্ট ● জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমার রক্ত চাওয়া হইয়াছে। আমার রক্ত নিয়াও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ফিরিয়া আসে তবে আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখার হুকুম দিলাম। এখন জানিতে চাই সন্ত্রাস বন্ধ হইবে কি না। গত ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্পাসে গুলিবিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমানের লাশ প্রেরণের প্রশ্ন নিয়া গতকাল (বুধবার) সংসদে বিতর্ক ও উত্তেজনা সৃষ্টি হইলে শেখ হাসিনা একথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিরোধী দলের (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

নেত্রী শেখ হাসিনার যৌথ বিবৃতি দানের প্রস্তাব করিলে শেখ হাসিনা বলেন, দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়াছি। তিনি যদি তাহার ব্যর্থতা স্বীকার করেন তবে অবশ্যই আমরা দেখিব।

২৭শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক যুদ্ধে নিহত গালিব ও লিটনের লাশ সরকারী হেলিকপ্টারে গ্রামের বাড়ীতে প্রেরণ এবং হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ছাত্রলীগের মিজানুর রহমানকে সেভাবে প্রেরণ না করার প্রশ্ন লইয়া গতকাল (বুধবার) সংসদে এই বিতর্কিত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলের শেখ সেলিম ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা দাবী করেন। সরকারী দল জানায়, বিএনপি দলীয় খরচে হেলিকপ্টারে গালিব ও লিটনের লাশ মানবিক কারণে গ্রামে পাঠাইয়াছে। উহা সরকারী খরচে পাঠানো হয় নাই। জবাবে সামাদ আজাদ বলেন, 'কপ্টার ভাড়া কত জানিতে চাই। 'কপ্টার না হোক, গাড়ীতেও মিজানের লাশ পাঠানো হইল না কেন? যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অব) অলি আহমদ বলেন, সংসদ সদস্য ইলিয়াসের লাশ প্রেরণের জন্য খরচ বহনের শর্তে 'কপ্টার দেওয়া হইয়াছিল এ কারণে, তখন কাঁচপুরে সড়ক ছিল অবরুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বিরোধীদলের নেত্রীর

ক্ষুধার্ত মানুষ কাঁদিতেছে। আবার ভার্সিটিতে সন্ত্রাস চলিতেছে। আমার রক্ত যদি ভার্সিটির রক্তপাত ও সন্ত্রাস বন্ধ করে। আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত। তিনি প্রশ্ন করেন। ছাত্রদের হাতে কাহারা অস্ত্র দেয়: তিনি বলেন, নিহত গালিব বহিরাগত। কিন্তু মিজান ভার্সিটির ছাত্র। বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা উত্তরাঞ্চলে "কঙ্কালসার অভুক্ত মানুষের মধ্যে তাহার সফরকালে" রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের ঘটনায় আহত ছাত্র মিজানের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া বক্তব্য রাখিতে শুরু করিলে স্পীকার বলেন, আপনি কি আবার বিতর্ক শুরু করিতেছেন? শেখ হাসিনা বলেন, পত্রিকায় দেখিলাম, আমার রক্ত চাওয়া হইয়াছে। আমার রক্তে যদি ভার্সিটিতে সন্ত্রাস বন্ধ হয় আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত। রক্ত দিতে প্রস্তুত হইয়া আমি কিছু কথা বলিতে চাই। দেশের ও ভার্সিটির অবস্থা ভয়াবহ। বিরোধীদলের নেত্রী গত ৮মাস ধরিয়া সারাদেশে, ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু কলেজে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী তৎপরতার অর্ধশত ঘটনার তারিখ ও হতাহতের দীর্ঘ তালিকা উত্থাপনের আগে বলেন, ঢাকা ভার্সিটিতে যাহারা সন্ত্রাস ঘটাইয়াছে, তাহারা বহিরাগত। কিন্তু মিজান ভার্সিটির ছাত্র। ছাত্রদের হাতে অস্ত্র কেন যাইবে, কেন ছাত্ররা পড়িতে গিয়া লাশ হইয়া ফিরিবে? শেখ হাসিনা বলেন, আমি ছাত্রলীগের ঢাকা ভার্সিটির কার্যক্রম অনির্দিষ্ট-

পরীক্ষা ও শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হওয়ার জন্য শেখ হাসিনা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, ডাঃ মিলন হত্যাকারীরা কাহারা? কনা, বসুনিয়া, চুন্নু হত্যাকারীরা কোথায়, তাহারা কাহার ছত্রচ্ছায়ায় আছে? পুলিশী ব্যবস্থা সবার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হইলে এমন ঘটনা ঘটিত না। সরকারী দলের কাহাকেও ধরিলে সরকারী অফিসার সাসপেণ্ড ও বদলী হয়। ক্ষমতায় আসিবার আগে ঐক্যের জন্য আমাদের নিকট ধর্না দিত। ক্ষমতায় আসার পর 'মুই কি হনুরে'—এই আচরণ দেখা যাইতেছে। যদি সরকার চায় ২ ঘন্টার মধ্যেই অস্ত্র উদ্ধার করিয়া সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলিয়াছি আপনি অস্ত্র উদ্ধার করুন আপনাকে সর্বতোমুখী সহায়তা দিব। প্রধানমন্ত্রী এখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। উনি রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ, একথা স্বীকার করিলে আমরা যৌথ বিবৃতি দিতে রাজী আছি। ২৭শে নভেম্বর মিলন নিহত হয়। আজও কেন মিলন হত্যাকারীদের ধরা হয় নাই। বহিষ্কৃত ছাত্রনেতা

শেখ হাসিনা

সুগন্ধায় যান ও আমার রক্ত চান। মিলন হত্যাকারী ছাত্রলীগের সাথে নাই, থাকিলে অবশ্যই বহিষ্কার করা হইত। তিনি বলেন, প্রেসনোট ও টিভিতে কেন ছাত্রলীগের নাম বলা হইবে, ছাত্রদলের নাম বলা হইবেনা কেন? দলীয় কোন্দলের সন্ত্রাস বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া তাহারা ধোয়া তুলসী পাতা হইতে চায়।

আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত বিরোধীদলের নেত্রীর কথা হইয়াছে। বিবৃতি বহু দিয়াছি। প্রধানমন্ত্রীর কাছ হইতে ঘোষণা চাই, তিনি সমস্ত অস্ত্র তুলিয়া নিতে চান কিনা। তারপরেই প্রশ্ন আসিবে আমরা কি করিব। আমাদের কাছে তথ্য আছে, কোথায় কোথায় অস্ত্র আছে। প্রধানমন্ত্রী ভাল, উপদেষ্টারা খারাপ—এই বক্তব্যের সহিত আমরা একমত নই। আমাদের নেত্রী ছাত্রলীগের সমস্ত তৎপরতা বন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী ছাত্র দলের তৎপরতা বন্ধ করুন। তিনি বলেন

শুরু করিলেন। কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী কার্যপ্রণালী বিধির ২৭০(৬) ধারা উল্লেখ করিয়া বলেন, নাজমুল হুদার বক্তব্য "উস্কানিমূলক, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ও মানহানিকর।" স্পীকার উপনেতা বদরুদ্দোজার পরামর্শ অনুযায়ী "বিরোধীদলীয় নেত্রী সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করেন" ও "মুই কি হনুরে"—আক্রমণাত্মক শব্দ হিসাবে কার্যবিবরণী হইতে বাদ দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। স্পীকার মোহাম্মদ নাসিমের বক্তব্যও এক্সপাঞ্জ করিয়া দেন। নাজমুল হুদার মন্তব্যে আওয়ামী লীগ সদস্যদের তুমুল চীৎকারের মধ্যে স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, আপনারা এই সংসদকে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, ঝগড়া, পাল্টা ঝগড়ার আসরে পরিণত করিতেছেন। এই বিতণ্ডা ও বিতর্কে কোন ফলোদয় ঘটিতেছে না। ইহাই এই সংসদের ললাটের লিখন। স্পীকার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, মুলতবী প্রস্তাব আলোচনা

[illegible]

চাই" শ্লোগানের কথা সংসদকে জানাইয়া বক্তব্য রাখার চেষ্টা করিলে স্পীকার 'আবার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য না রাখার' আহ্বান জানান। এ সময় শেখ হাসিনা দাঁড়াইয়া বলেন, আমার রক্ত চাওয়া হইতেছে। রক্ত দিতে প্রস্তুত হইয়া কিছু কথা বলিতে চাই। মিজানের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, উত্তরাঞ্চলে

দিলাম। তিনি জানিতে চান, ইহাতে কি ঢাকা ভার্সিটিতে সন্ত্রাস বন্ধ হইবে? শেখ হাসিনা সরকারী দলের কোন কোন সদস্যের অস্বস্তির আওয়াজের মধ্যে ছাত্রদলের হামলার ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত দিয়া বলেন, ছাত্রী মিছিলে সেদিন হামলা হয়, সেদিন যদি বিচার করা হইত তবে এমন ঘটনা ঘটিত না। তিনি বলেন, এস,এম, হল জগন্নাথ; হল, জহুরুল হক হলে বারংবার তল্লাশী হইতেছে; কিন্তু একই সময় মহসিন হল, সূর্যসেন হল, জিয়া হল, বঙ্গবন্ধু হল, এফ এইচ ও এস এইচ হলে তল্লাশী চলিলে ছাত্রদলের অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাইত।

অস্ত্রের হাতে ছাড়িতে পারি না। স্পীকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সামাদ আজাদকে দুই নেত্রী কবে বসিতে পারেন তাহার দিন ঠিক করার আহ্বান জানান। কিন্তু তেমন কোন সাড়া কেহ দেন নাই বরং টিভিতে সরকারী প্রেসনোটে প্রচার লইয়া তুমুল বিতর্ক ও উত্তেজনা শুরু হয়। মোহাম্মদ নাসিম বিরোধীদলের নেত্রীর প্রতি নাজমুল হুদার উক্তি এক্সপাঞ্জ করিবার দাবী জানাইয়া বলেন, আমরাও বলিব প্রধানমন্ত্রীও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তিনি সন্ত্রাসবাদীদের ছত্রচ্ছায়া দিতেছেন। স্পীকার বলেন, বিষয়টি পরীক্ষা করিবার আগে আপনারা সিদ্ধান্ত দিতে

বিতর্ক আবার উঠাইয়া উত্তাপ সৃষ্টি করা হইতেছে। সংসদ কোন বিধি অনুযায়ী চলিতেছে আমিও জানি না। আগামী [illegible] সিরাজ আজ (বৃহস্পতিবারের) মধ্যে দুই নেত্রীসহ নেতৃবৃন্দকে বসিয়া একটি যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আহ্বান জানাইয়া বলেন অন্যথায় শনিবার বাংলাদেশে ও ভার্সিটিতে কী ঘটিবে আমরা বলিতে পারি না। মওদুদ আহমদ বলেন সন্ত্রাসবাদী ও মিলন হত্যাকারীদের ধরার দায়িত্ব সরকারের, এ দায়িত্ব কোনভাবেই ভাগাভাগি করা যাইবে না।